সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
Social Institutions

ইউনিট ৫

সমাজ এবং প্রতিষ্ঠান একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে কল্পনা করা যায় না। সামাজিক কাঠামোতে অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজ পরিচালনায় প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের সমাজে নানা রকম সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক অন্যতম। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের মাধ্যমে পরিবারের সৃষ্টি। সমাজ গঠনে বিবাহ ও পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিবাহ হলো এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সাধারণত একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার বৈধ স্বীকৃতি অর্জন করে। অন্যদিকে, পরিবার হলো এমন একটি সামাজিক একক যেখানে সাধারণত একজন পুরুষ এবং মহিলা বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে জন্মকৃত সন্তান-সন্ততিসহ বা সন্তান-সন্ততি ছাড়া একত্রে বসবাস করে। এগুলোর বাইরে আরেক ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সামাজিক সম্পর্ক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে, যা জ্ঞাতিসম্পর্ক নামে পরিচিত। এ অধ্যায়ে আমরা বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতি সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : বিবাহ: ধারণা, ধরন ও পরিবর্তন
পাঠ-৫.২ : পরিবার: ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৫.৩ : পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত
পাঠ-৫.৪ : পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলি
পাঠ-৫.৫ : পরিবারের সাম্প্রতিক প্রবণতা
পাঠ-৫.৬ : জ্ঞাতিসম্পর্ক

পাঠ-৫.১ বিবাহ : ধারণা ও ধরন
Marriage: Concept and Types

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিবাহের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- বিবাহের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিবাহ, একক বিবাহ, বহুস্বামী বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ, কাজিন বিবাহ, দলগত বিবাহ ইত্যাদি।

বিবাহের সংজ্ঞা

বিবাহের মাধ্যমে একজন মহিলা ও একজন পুরুষ পারিবারিক জীবন শুরু করার প্রথম সোপানে পা দেয়। শুধু তাই নয় এই সম্পর্কের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সমাজস্বীকৃতভাবে সন্তান জন্মদানের অধিকার লাভ করে। সামাজিক নৃবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক এর মতে বিবাহ নারী-পুরুষের মধ্যকার কম বেশি স্থায়ী একটি সম্পর্ক বিশেষ, যা সন্তান জন্মদানের পরও অব্যাহত থাকে। এছাড়া বিবাহ একটি আইনানুগ ও জনমতের স্বীকৃতিসম্মত বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ। সমাজবিজ্ঞানী ল্যান্ডবার্গ তাঁর Foundations of Sociology (1956) গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, বিবাহ হচ্ছে এমন কতকগুলো নিয়মনীতি ও আইন-কানুন, যা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সুযোগ সুবিধাকে সংজ্ঞায়িত করে (Marriage consists of rules and regulations which define the rights, duties and privileges of husband and wife, with respects to each other.)। সমাজজ্ঞানী হর্টন এবং হান্ট এর মতে, বিবাহ হচ্ছে একটি অনুমোদিত সামাজিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে দুই কিংবা ততোধিক ব্যক্তি একটি পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে পারে (Marriage is the approved social pattern whereby two or more persons establish a family)। লুসি মেয়ার (Lucy Mair) এর মতে, বিবাহ হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার সমাজস্বীকৃত এমন যুগল বন্ধন যার মাধ্যমে ঐ মহিলা যেসব সন্তানের জন্ম দেবে সেসব সন্তান বিবাহিত ঐ পিতা-মাতার বৈধ সন্তানের স্বীকৃতি লাভ করবে।

স্কট (W. P. Scott) তাঁর Dictionary of Sociology গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন বিবাহ হলো এমন একটি অনুষ্ঠান কিংবা সামাজিক রীতি নীতির এক জটিল রূপ যা একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং যা পারিবারিক জীবন পরিচালনায় অপরিহার্য ("Marriage is an institution or complex of social norms that sanctions the relationship of a man and woman and binds them in a system of mutual obligations and rights essential to the functioning of family life")।

সুতরাং বিবাহ হচ্ছে সমাজস্বীকৃত একজন পুরুষের সাথে একজন মহিলার এমন একটি যুগল বন্ধন, যার মাধ্যমে ঐ পিতা-মাতা পিতৃত্বের এবং মাতৃত্বের অধিকারী হয়।

মূলত বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত একটি চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার বৈধ ক্ষমতা লাভ করে, যার ফলে পরিবার গঠনের প্রাথমিক ধাপ শুরু হয় এবং পরস্পরের মাঝে অধিকার ও কর্তব্যের বিকাশ ঘটায়।

বিবাহের প্রকারভেদ

সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে বিবাহ ব্যবস্থাতেও এসেছে পরিবর্তন। আদিম সমাজ থেকে বর্তমান সমাজের বিবাহ পদ্ধতি ভিন্ন। শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞানের উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি কারণে বিবাহের প্রকারভেদের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এই বৈচিত্র্যের ভিত্তিতেই সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা বিবাহের ভিন্নতার কথা বলেছেন। যেমন: একক বিবাহ, বহু স্ত্রী বিবাহ, বহু স্বামী বিবাহ, গোষ্ঠী বিবাহ, শ্যালিকা বিবাহ ইত্যাদি।

একক বিবাহ (Monogamy)

একক বিবাহ প্রথায় একজন পুরুষ একই সময়ে একজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। এটি পৃথিবীর বহুল প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি এবং সর্বজনস্বীকৃত। এজন্য নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কীর মতে, Monogamy is, has been, and will remain the only true type of marriage. অর্থাৎ একক বিবাহ পদ্ধতি হচ্ছে সর্বকালের জন্য যথার্থ ব্যবস্থা। কেবল উন্নত সমাজেই নয়, শিকার ও খাদ্য সংগ্রহমূলক অর্থনীতির সমাজেও কম বেশি একক বিবাহ রীতির প্রচলন ছিল বলে কোনো কোনো নৃবিজ্ঞানী মনে করেন।

বহুস্ত্রী বিবাহ (Polygyny)

Polygyny শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে আগত, যার অর্থ 'একাধিক মহিলা'। বহুস্ত্রী বিবাহ প্রথায় একজন পুরুষের সাথে একাধিক মহিলার বিবাহ হয়ে থাকে। বহুস্ত্রী বিবাহ এবং বহুস্বামী বিবাহ দুটিই বহু বিবাহের দুইটি ভিন্ন রূপ। এস্কিমো এবং আফ্রিকার নিগ্রোদের ভেতর বহুস্ত্রী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। উপমহাদেশের মুসলমান এবং হিন্দু সমাজেও এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কৃষি নির্ভর সমাজে অর্থনৈতিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য বহুস্ত্রী গ্রহণের প্রচলনের উদাহরণ ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজে রয়েছে।

বহুস্বামী বিবাহ (Polyandry)

পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থায় একজন নারী একই সাথে একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তবে এটা খুব বিরল ঘটনা। তিব্বতে বহুস্বামী বিবাহ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। দুই ধরনের বহুস্বামী প্রথা লক্ষ্য করা যায়। যথা-ভ্রাতৃত্বমূলক (Fraternal) এবং অভ্রাতৃত্বমূলক (Non-fraternal)। প্রথমটিতে সকল সহোদর মিলে একজন নারীকে বিবাহ করে আর দ্বিতীয়টিতে বিবাহিত মহিলার স্বামীরা পরস্পর ভাই নয়।

একাধিক শ্যালিকাবিবাহ

বহুস্ত্রী বিবাহের একটি বিশেষ রূপ হলো একাধিক শ্যালিকা বিবাহ । এর মাধ্যমে একজন পুরুষ কোনো পরিবারের একাধিক কন্যাকে বিয়ে করে। রেডইন্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায় যে, স্ত্রীরা যদি পরস্পর বোন হয় তবে তারা একই তাবুতে বসবাস করে। আর স্ত্রীরা যদি পরস্পর বোন না হয় হয় তাহলে তারা ভিন্ন ভিন্ন তাবুতে বসবাস করে।

দলগত বিবাহ

যে বিবাহ ব্যবস্থায় একাধিক পুরুষ ও একাধিক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাকে দলগত বিবাহ বলে। এ ধরনের বিবাহ খুব কম দেখা যায়। তিব্বত এবং শ্রীলংকার সমাজে প্রচলিত বহুস্বামী গ্রহণ রীতি ধীরে ধীরে দলগত বিবাহ রীতিতে পর্যবসিত হতে দেখা যায়। তিব্বতীয় সমাজে দেখা যায় যে, ভ্রাতৃত্বমূলক বহুস্বামী গ্রহণের (Fraternal Polyandry) ক্ষেত্রে একজন মহিলার যৌথ স্বামীরা (স্বামীরা পরস্পর ভাই) সন্তান লাভে ব্যর্থ হলে তারা আরেকটি স্ত্রী গ্রহণ করতে। তবে এক্ষেত্রে তাদের আগের স্ত্রীকে বন্ধ্যা হতে হবে।

ভ্রাতৃ-বিধবা বিবাহ

কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে ঐ মৃত স্বামীর ভাইয়ের সাথে ঐ মহিলার বিবাহ হলে তাকে ভ্রাতৃবিধবা বিবাহ বা লেভিরেট বলে। এ প্রথাটি যেন ভ্রাতৃত্বমূলক বহুস্বামী গ্রহণের (Fraternal Polyandry) একটি বিশেষ রূপ। এ ধরনের ব্যবস্থায় কোনো মহিলার দুজন স্বামী পরস্পর ভাই সম্পর্কের।

শ্যালিকা বিবাহ বা সরোরেট

কোনো পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে ঐ মৃত স্ত্রীর বোনের সাথে ঐ পুরুষের বিবাহ হলে তাকে শালিকা বিবাহ বা সরোরেট বলে। এটি একাধিক শ্যালিকা বিবাহেরই একটি বিশেষ রূপ। এ ধরনের বিবাহ প্রথা আমাদের সমাজে বেশ প্রচলিত।

বহির্বিবাহ

বিবাহের ক্ষেত্রে যদি কে নো পুরুষ বা মহিলা তার নিজ গোষ্ঠীর বাইরে থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে তখন বহির্বিবাহ বলে। পাত্র বা পাত্রী যে গোষ্ঠীর সদস্য সে গোষ্ঠীর বাইরে অন্য গোষ্ঠী থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করতে হয়। এ ধরনের

বিবাহ ব্যবস্থার আরো কতক নাম পর্যবেক্ষণ করা যায়। যেমন: বহির্গোষ্ঠী, বহির্গোত্র এবং বহির্গ্রাম বিবাহ। উত্তর ভারতে একজন ব্যক্তিকে নিজ গ্রামের বাইরে বিয়ের পাত্রী খুঁজতে হয়। অতএব এর নাম বহির্গ্রাম বিবাহ (Village Exogamy)।

অন্তর্বিবাহ

বিবাহের ক্ষেত্রে যদি কোনো পুরুষ বা মহিলাকে তার নিজ গোষ্ঠীর ভেতরে থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে তখন তাকে অন্তর্বিবাহ বলে। পাত্র বা পাত্রী যে গোষ্ঠীর সদস্য সে গোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাকে পাত্র/পাত্রী খুঁজতে হবে। পাঁচ প্রকারের অন্তর্বিবাহ রয়েছে। যথা: উপজাতীয় অন্তর্বিবাহ, জাতি বর্ণ ভিত্তিক অন্তর্বিবাহ, শ্রেণিমূলক অন্তর্বিবাহ, উপজাত বর্ণ ভিত্তিক অন্তর্বিবাহ ও নরগোষ্ঠীগত অন্তর্বিবাহ।

প্যারালাল কাজিন বিবাহ

প্যারালাল কাজিন হলো চাচাত ভাইবোন বা খালাত ভাইবোন। অর্থাৎ একই লিঙ্গের ভাইয়ের সন্তানেরা বা বোনের সন্তানেরা পরস্পর প্যারালাল কাজিন। চাচাত ভাইবোনের মধ্যে অথবা খালাত ভাইবোনের মধ্যে বিবাহকে বলা হয় প্যারালাল কাজিন বিবাহ। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজসহ পৃথিবীর অনেক সমাজেই প্যারালাল কাজিন বিবাহ প্রথা প্রচলিত।

ক্রস কাজিন বিবাহ

বিপরীত লিঙ্গের অর্থাৎ ভাই এবং বোনের সন্তানেরা ক্রস কাজিন। পিতার বোনের সন্তান-সন্ততি (বা ফুপাত ভাইবোন) এবং মাতার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি (বা মামাত ভাইবোন) হলো ক্রস কাজিন। এ ধরনের বিবাহ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রায়ই দেখা যায়।

অনুলোম বিবাহ

উঁচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে নিচু বর্ণের হিন্দু পাত্রীর বিবাহকে অনুলোম বিবাহ (Hypergamy) বলে। ভারতের গুজরাট ও কেরালায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়।

প্রতিলোম বিবাহ

নিচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে উঁচু বর্ণের হিন্দু পাত্রীর বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ (Hypogamy) বলে। ভারতে এ ধরনের বিবাহ একেবারে বিরল নয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিবাহের প্রকারসমূহের নাম লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিবাহের মাধ্যমেই পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। বিবাহ হচ্ছে, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। বিবাহের একটি অন্যতম সামাজিক অবদান হলো এই যে, ইহা যে কোনো মানব শিশুকে সমাজস্বীকৃত পিতা ও মাতা দান করে। তবে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে একক বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ, বহুস্বামী বিবাহ, গোষ্ঠী বিবাহ অনুলোম বিবাহ, প্রতিলোম বিবাহ, বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে একই জ্ঞাতিসম্পর্কের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ না হওয়ার বিধান কোনো কোনো সমাজে বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নারী পুরুষ কিসের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে?
i. পরিবারের মাধ্যমে
ii. সমাজের মাধ্যমে
iii. বিবাহের মাধ্যমে
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। Foundations of Sociology গ্রন্থটি কে লিখেছেন?
(ক) নিমকফ (খ) মারডক
(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) ল্যান্ডবার্গ

৩। যে রীতিতে নিজ গোত্র বা গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ করতে হয় তাকে বলে
i. অন্তর্গোত্র বিবাহ
ii. বহির্গোষ্ঠী বিবাহ
iii. বহির্গোত্র বিবাহ
কোনটি সঠিক
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বিপরীত লিঙ্গের ভাইবোনের সন্তানদের মাঝে বিবাহকে কী বলে?
(ক) ক্রস কাজিন বিবাহ (খ) প্যারালাল কাজিন বিবাহ
(গ) অনুলোম বিবাহ (ঘ) প্রতিলোম বিবাহ

পাঠ-৫.২ পরিবার : ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
Family: Concept and Characteristics

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিবারের সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- পরিবারের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিবার, জৈবিক সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদি।

পরিবারের প্রাথমিক ধারণা

পরিবার হলো একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য। পরিবারের মধ্যেই আমরা জন্মগ্রহণ করি, বড় হই, নিজেই পরিবার গঠন করি, কর্মজীবনে অবসরে পরিবারের মাঝে ফিরে আসি এবং পরিবারেই একজন সদস্যের মৃত্যু ঘটে। এজন্যই রবার্ট ফ্রস্ট (Robert Frost) বলেছেন, "Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in"- অর্থাৎ পরিবার সেই স্থান, যেখানে আপনি যখন যেতে চাইবেন তখন পরিবার আপনাকে গ্রহণ করবে।

পরিবর্তনশীল আধুনিক সমাজে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নানারকম অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার ফলে পরিবারের গড়ন, বৈশিষ্ট্য এবং এর ভূমিকা ও কার্যাবলীতে এসেছে পরিবর্তন। পরিবারের গড়ন, বৈশিষ্ট্য এবং এর ভূমিকা ও কার্যাবলীতে পরিবর্তন এলেও পরিবার তার নিজস্ব গুরুত্ব বজায় রেখেছে এবং সময়ের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে পরিবার অদ্যাবধি তার ভূমিকা পালন করে চলছে। পরিবার আমাদের নানাবিধ প্রয়োজন মিটিয়েই টিকে আছে এবং হয়ত টিকে থাকবে।

পরিবারের সংজ্ঞা

পরিবার এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Family' যা ল্যাটিন শব্দ 'Familia' থেকে এসেছে। সাধারণ কথায় বলা যায় পরিবার হলো এমন একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত/বিবাহিত সন্তান-সন্ততিসহ বসবাস করে।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ এর মতে, Family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. অর্থাৎ সুস্পষ্ট জৈবিক সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্ট সুনির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী হলো পরিবার যা সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ (Nimkoff) পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করেন। ("Family is a union of husband and wife with or without children").

স্কট (W. P. Scott) তাঁর Dictionary of Sociology গ্রন্থে সীমিত অর্থে এবং ব্যাপক অর্থে পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে সীমিত (বা সংকীর্ণ অর্থে) পরিবার হলো এমন একটি মৌলিক জ্ঞাতিভিত্তিক সামাজিক একক, যা স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত। ব্যাপক অর্থে পরিবার হলো পোষ্য সন্তানাদি (দত্তক) সহ এমন এক জ্ঞাতির সমষ্টি যারা একত্রে বসবাস করে। ("Family is a basic kinship unit, in its minimal form consisting of husband, wife and children. In its widest sense, it refers to all relatives living together ... including adopted persons").

কিংসলি ডেভিস পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "Family is a group of persons whose relations to one another are based upon consanguinity and who are, therefore, kin to another."(অর্থাৎ পরিবার হচ্ছে এমন কতকগুলো ব্যক্তির দ্বারা গঠিত গোষ্ঠী, যারা পরস্পর রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সে সূত্রে তারা একে অন্যের আত্মীয়)।

অন্যদিকে আরনল্ড গ্রীণ বলেন, "পরিবার হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা একটি সামাজিক গোষ্ঠী, যার উপর জনসংখ্যার প্রতিস্থাপনের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে"।

পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক গোষ্ঠী যেখানে বিবাহ, রক্তের সম্পর্ক অথবা দত্তক প্রথার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি সংঘবদ্ধ হয় এবং এর সকল সদস্য একই বসতবাড়িতে বসবাস করে। এই সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও যোগাযোগ বিদ্যমান থাকে। তারা অভিন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে যথাযথ সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে। তারা স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, ছেলে- মেয়ে, ভাই- বোন হিসেবে পরস্পর মিলে মিশে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে।

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে পরিবারের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

১) পরিবারের সদস্যরা সাধারণত রক্ত, বৈবাহিক বা দত্তকসূত্রে সম্পর্কযুক্ত;
২) পরিবার একটি স্থায়ী সংগঠন, কারণ এর সদস্যরা দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করে;
৩) পরিবার হলো উৎপাদন ও ভোগের একটি মৌলিক একক। কেননা এর সক্ষম সদস্যরা উৎপাদন করে এবং সবাই মিলে ভোগ করে;
৪) পরিবারের দায়িত্বশীল সদস্যরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং বেশি বয়স্ক সদস্যদের ভরণ-পোষণসহ অন্যান্য দায়-দায়িত্ব বহন করে;
৫) পরিবারের সদস্যদের বসবাসের জন্য একটি স্থায়ী এবং নির্দিষ্ট বসতবাড়ী থাকে;
৬) পরিবার সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান;
৭) প্রত্যেক পরিবারেই একজন প্রধান থাকেন;
৮) পরিবার সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন।

সামাজিক গবেষণায় পরিবারের পাশাপাশি বাড়ি (Household) বা খানা প্রত্যয়টি লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিবারের চেয়ে বাড়ি বা খানা অধিকতর সুস্পষ্ট। বস্তুত, একই বাড়িতে যারা বসবাস করেন তারা একটি পরিবারই গঠন করেন। তবে পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততি এবং কখনো নাতি-নাতনীদের নিয়ে গঠিত সামাজিক সংগঠনকে বোঝায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবারের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

পরিবার একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করি, লালিত হই এবং কর্মজীবনের শেষে সেখানে ফিরে আসি। সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে পরিবারের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে সব সংজ্ঞাই এক একটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিবার একটি সামাজিক সংগঠন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি বসবাস করবে। কখনো কখনো পরিবারে দাদা-দাদীসহ বিবাহিত ছেলেমেয়েরাও একত্রে বসবাস করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Family' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে নিচের কোন শব্দ থেকে-

i. Familia
ii. Faminia
iii. Faminist

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i ও iii

২। নিচের কারা পরিবারের সদস্য?

i. স্বামী-স্ত্রী
ii. সন্তান-সন্ততি
iii. পাড়া-প্রতিবেশি

কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৩ পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব
Origin and Evaluation Theory of Family

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন সংক্রান্ত মর্গানের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন সংক্রান্ত ওয়েস্টারমার্কের তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিবার, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, বিবর্তন, তত্ত্ব, মাতৃতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র ইত্যাদি।

পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১৮৬১ সালে ব্যাকোফেন (Bachofen) তাঁর *Mother Right* গ্রন্থে পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি তত্ত্বপ্রদান করেন। তাঁর তত্ত্বটির নাম অবাধ যৌনাচার (Sexual Promiscuity) তত্ত্ব । তাঁর তত্ত্ব মতে, আদিম সমাজে যৌন জীবনের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং বিবাহ-ভিত্তিক কোনো পরিবার ছিল না। এরূপ ব্যবস্থায় সন্তান জন্মদানের জন্য জন্মদাত্রী হিসেবে মাতাকে চিহ্নিত করা যেতো কিন্তু জন্মদাতা হিসেবে পিতাকে চিহ্নিত করা যেতো না। পিতার কোনো নিশ্চিত পরিচয় না থাকায় মাতাই তার সন্তানদের নিয়ে মাতৃপ্রধান পরিবারের প্রথম সূত্রপাত করেন এবং পরে পিতৃপ্রধান পরিবারের রূপান্তর ঘটে।

রবার্ট ব্রিফল্ট (R. Briffault) তাঁর *The Mothers* গ্রন্থে প্রাক-একক পরিবারের নানা বর্ণনা দিতে গিয়ে সরোরাল পলিজিনি (Sororal polygyny) তথা স্ত্রীর একাধিক বোনকে বিবাহ করার রীতির উদাহরণ দিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থাকে শালিকা বিবাহ (Sororate marriage) বলে। এরূপ বিবাহ ব্যবস্থায় কোনো পুরুষ একটি পরিবারের বড় বোনকে বিয়ে করলে স্ত্রীর অন্যান্য বোনদেরও স্বামী বলে গণ্য হয়। পশ্চিম অস্ট্রেলীয় ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, উত্তর আমেরিকান ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও ক্যালিফোর্নিয়ার আদিম জনগোষ্ঠী, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, নিউ গ্রানাডার ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, কালাহারীর বুশম্যান, দক্ষিণ আফ্রিকার কাফির, মোজাম্বিকের দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকীয় ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, প্রাচীন ইন্দো-আর্য এবং পাঞ্জাবেও এ ধরনের প্রথা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। ব্রিফল্টের মতে, অবাধ যৌনচারের ফলে জন্মকৃত সন্তানদের নিয়ে মায়েরাই প্রথমে পরিবার ব্যবস্থার সূচনা করেন।

মাতৃতন্ত্রের পূর্ব অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি

যেসব নৃবিজ্ঞানী অবাধ যৌনাচারের তত্ত্বের স্বপক্ষে যুক্ত দেখিয়েছেন তারাই আদিম সমাজে পিতৃতন্ত্রের আগে মাতৃতন্ত্রের আবির্ভাবের কথা বলেছেন।

প্রথমত: জ্ঞাতিগোষ্ঠী ভিত্তিক আদিম সমাজ ব্যবস্থায় সব বয়স্কা মহিলা ছিল মাতা এবং সব বয়স্ক পুরুষ ছিল পিতা। অবাধ যৌনাচার তত্ত্বে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মাতাকে চিহ্নিত করা গেলেও পিতাকে চিহ্নিত করা যায়নি। এমতাবস্থায় সন্তানের জন্মের পর মাতাকেই শিশু লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হত। এক্ষেত্রে সন্তানের পিতা পরিচয় চিহ্নিত করতে না পারার কারণে মাতাই তার সন্তানদের ভরণপোষণ দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সূচনা করেন।

দ্বিতীয়ত: এই মতাদর্শের নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজ গঠনের প্রথম পর্যায়ে পরিবার ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মায়েদের হাতেই ন্যস্ত ছিল।

তৃতীয়ত: নৃবিজ্ঞানীরা আরো মনে করেন যে, সন্তানের পিতাকে নির্দিষ্ট করতে না পারার কারণে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে (Family based on group marriage) মহিলাদের ক্ষমতাই প্রাধান্য পায়। তবে মর্গানের পরিবার ব্যবস্থার

বিবর্তনের ধারায় তৃতীয় স্তরকে একটি ক্রান্তি পর্ব বলা হয় যেখানে পরিবার মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

পিতৃতন্ত্রের পূর্ব অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি

প্রথমত: ১৮৬১ সালে হেন্‌রী মেইন তাঁর *Ancient Law* গ্রন্থে বলেন যে, পিতৃপ্রধান পরিবারই হচ্ছে মানব সমাজের আদি পরিবার। তাঁর মতে, প্রাচীন রোম এবং ভারতীয় সমাজে পিতৃতন্ত্রই প্রচলিত ছিল।

দ্বিতীয়ত: নৃবিজ্ঞানী ওয়েস্টারমার্ক অবাধ যৌনাচার তত্ত্বের ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, সন্তানের জন্মের পর মাতা ও পিতা অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও একত্রে বাস করতে বাধ্য। কেননা সন্তানের জন্মের পরবর্তী সময়ে মাতা এবং সন্তান দু'জনেই খুব নাজুক অবস্থায় থাকেন। এমতাবস্থায় মাতা ও সন্তানের যত্ন নেওয়া অবশ্যই জরুরী। এ সময়ে পিতাই তথাকথিত ক্ষণস্থায়ী পরিবারেরও প্রধান। তাই সমাজের গোড়ায় মাতৃতান্ত্রিক না বরং পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থাই বিদ্যমান ছিল।

তৃতীয়ত: রাষ্ট্রের উৎপত্তির নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পিতৃতন্ত্রের পূর্ব অস্তিত্বের কথা জোর সমর্থন করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মাতাই প্রাথমিক পর্যায়ের মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের নেতৃত্বে ছিলেন। আরো বলা হয়, রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালনায় মাঝে-মধ্যে যে কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয় যা মহিলাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মাতৃতন্ত্র নয়, পিতৃতন্ত্রের উপস্থিতিই হলো রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল উৎস।

চতুর্থত: দৈহিকভাবে পুরুষের চেয়ে কম শক্তিশালী হওয়ার কারণে মহিলারা নয় বরং পুরুষেরাই পশু শিকার ও যুদ্ধ বিগ্রহে প্রাগৈতিহাসকাল থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এছাড়াও মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে ধর্মীয় কার্যক্রম থেকেও মেয়েদেরকে বিরত থাকতে হয়েছে। তাই পুরুষেরাই পরিবারসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের হাল ধরেছে। এসব কারণে ম্যালিনোস্কীসহ আধুনিক অনেক নৃবিজ্ঞানীই মাতৃতন্ত্রের পূর্ব অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

মর্গানের তত্ত্ব

সামাজিক নৃবিজ্ঞানের জনক হেনরী মর্গান Ancient Society (1877) গ্রন্থে পরিবার, সম্পত্তি, রাষ্ট্র ও সরকারের উৎপত্তি এবং সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্ক বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর মতে, আধুনিক একক বিবাহভিত্তিক পরিবার (Monogamian family) এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল।

নিম্নে মর্গান বর্ণিত পরিবারের বিবর্তন তত্ত্ব আলোচনা করা হলো-
অবাধ যৌনাচারের পর মর্গান যে পাঁচটি পরিবার ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক এক ধরনের বিবাহ পদ্ধতি।

অবাধ যৌনাচার

ব্যাকোফেনের সমর্থনে মর্গান বলেন যে, মানব সমাজে শুরুতে অবাধ যৌনাচার বিদ্যমান থাকায় তখন যৌন জীবনের উপর কোনো সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছিল না। অবাধ যৌনাচারের ঐ যুগে বিবাহ ব্যবস্থা ছিল অকল্পনীয়। যৌন জীবনের প্রাথমিক এ স্তরের নাম ছিল প্রাক-বিবাহ ও প্রাক-পরিবার ব্যবস্থা। মর্গান আরো মনে করেন যে, অবাধ যৌনাচার সামাজিক বিবর্তনের বন্যদশার নিম্ন পর্যায়ে উপস্থিত ছিল বলে অনুমান করা হয়।

১) সগোত্র পরিবার

অবাধ যৌনাচার ব্যবস্থা অতিক্রম করে মানব সমাজ প্রাথমিক পর্যায়ে যে পরিবার ব্যবস্থা গড়ে তুলে তাকে সগোত্র পরিবার ব্যবস্থা বলা হয়। এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থায় আপন ভাই বোন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। এর ফলে যৌন জীবনের উপর প্রথম বারের মতো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। মর্গানের বর্ণনানুসারে বন্য দশার-নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল তখন সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানার অস্তিত্ব ছিল। পরিবার ব্যবস্থার বিবর্তনের এ পর্যায়ে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ ঘটেনি। সগোত্র পরিবারের আদিমতম রূপটি পলিনেশীয়দের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, যাকে মালয়ী ব্যবস্থা (Malayan System) বলে আখ্যা দেন। আর তুরানীয়ান ব্যবস্থা (Turanian System) সগোত্র পরিবারের দ্বিতীয় রূপ, যা এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান ছিল। এছাড়াও মর্গান ভারত ও চীনে সমাজ গঠনের আদিম পর্যায়ে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন।

২) পুনালুয়ান পরিবার

একদল পুরুষের সঙ্গে একদল মহিলার বিবাহের ভিত্তিতে যে পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাকে পুনালুয়ান পরিবার বলে। পুনালুয়ান পরিবার সাধারণত আপন বা জ্ঞাতি সম্পর্কের বহু সংখ্যক বোনের সঙ্গে একদল পুরুষের অথবা আপন বা জ্ঞাতি সম্পর্কের বহু সংখ্যক ভাইয়ের সঙ্গে একদল মহিলার আন্ত-বিবাহের ভিত্তিতে গঠিত হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে যৌথ স্বামী বা স্ত্রীরা পরস্পর জ্ঞাতি নাও হতে পারে। মর্গানের মতে, বন্যদশার উচ্চ এবং বর্বর দশার নিম্ন পর্যায়ে পুনালুয়ান পরিবারের অস্তিত্ব ছিল এবং সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পলিনেশীয়দের মধ্যে পুনালুয়ান পরিবার লক্ষ্য করা যায়।

৩) সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার

একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা যখন অস্থায়ী বা স্বেচ্ছামূলক সাময়িক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করে তখন তাকে সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার বলে। স্বামী-স্ত্রীর ইচ্ছার উপর এ ধরনের পরিবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এক স্বামী এবং এক স্ত্রীর পরিবার হওয়ায় সিনডিয়াসমিয়ান পরিবারই আধুনিক একক পরিবারের ভিত্তি প্রস্তুত করে। মর্গান বর্ণিত বর্বর দশার নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ পর্যায় সিনডিয়াসমিয়ান পরিবারের বিশেষত্ব হিসেবে চিহ্নিত। সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার ব্যবস্থার সময়ে সম্পত্তিতে আংশিক ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ ঘটে।

৪) পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

একজন পুরুষের সঙ্গে বহু/একাধিক নারীর বিবাহের ভিত্তিতে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠে। মর্গান বর্ণিত এই পরিবারের অন্য নাম বহুস্ত্রী ব্যবস্থা। তবে যে নামেই ডাকা হোক এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থায় ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। মর্গানের মতে, বর্বর দশার মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ে পিতৃপ্রধান পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তখন সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথ আরো সুগম হয়। প্রাচীন রোমান সমাজে পিতৃপ্রধান পরিবারের অস্থিত্ব বিদ্যমান ছিল।

৫) একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবার

একজন পুরুষের সাথে একজন মহিলার বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাকে একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবার বলে, যা মোটামুটিভাবে যুগল পরিবার। মর্গানের মতে, একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারই আধুনিক পরিবারের সার্বজনীন রূপ ধারণ করে। তিনি আরো মনে করেন যে, বর্বর দশার উচ্চ পর্যায় থেকে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। শিল্পোন্নত সমাজে একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারই মোটামুটি সার্বজনীন পরিবার। তবে প্রাক-শিল্প সমাজেও এর উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল।

ওয়েস্টারমার্কের তত্ত্ব

মর্গানের তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্ব প্রদান করেন ওয়েস্টারমার্ক। ওয়েস্টারমার্ক তাঁর "The History of Human Marriage" গ্রন্থে মর্গান, ব্যাকোফেন, ব্রিফল্ট প্রমুখদের অবাধ যৌনাচার তত্ত্বের বিপরীতে ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব প্রদান করেন। তাঁর মতে, একক বিবাহভিত্তিক পরিবারই হচ্ছে সার্বজনীন যা সব সময় (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) বিদ্যমান। ওয়েস্টারমার্ক অবাধ যৌনাচার সমর্থনকারীদের বক্তব্যের অসামঞ্জস্যতা উল্লেখপূর্বক একক পরিবারের পক্ষে তাঁর যুক্তি উপস্থাপন করেন।

ওয়েস্টারমার্ক এর মতে নিম্নোক্ত দু'টি ধারণার উপর অবাধ যৌনাচারের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১) অপর্যাপ্ত ও অস্পষ্ট তথ্য

ওয়েস্টারমার্কের মতে, কিছু প্রাচীন লেখক ও আধুনিক পর্যটকের লেখায় অবাধ যৌনাচারে অভ্যস্ত বন্য সমাজের উদাহরণ পাওয়া যায় যা অপর্যাপ্ত এবং অস্পষ্ট। তাঁর মতে, প্রাচীন লেখকগণ সুদূর অতীতের প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

২) অবাধ যৌনাচার

ওয়েস্টারমার্কের মতে, অবাধ যৌনাচার বিষয়টি একটি ব্যতিক্রমী বিষয়। তিনি আরো মনে করেন, অণু পরিবারই পরিবারের আসল রূপ, অন্যগুলো ব্যতিক্রম বিশেষ করে অবাধ যৌনাচার। তবে শুরুতে অণু পরিবারের রূপ আজকের মত

এ রকম ছিল না। সন্তান জন্মদান থেকে শুরু করে এদের স্বনির্ভর ও দায়িত্ববান করে তোলা পর্যন্ত মা-বাবাকে অণু বা যুগল পরিবারেই বসবাস করতে হতো।

ওয়েস্টারমার্ক বহুস্বামী গ্রহণ প্রথা (Polyandry) সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ নেতিবাচক মতামত দেন। কেননা তিব্বতীয় সমাজে কয়েক ভাই মিলে এক স্ত্রী গ্রহণ করলেও একই সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে একাধিক স্বামী বসবাস করে না। স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্য পুরুষের হেফাজতে রেখে যায়। বস্তুত, এসব প্রথাকে অতিরঞ্জিত করে দলগত বিবাহ ও অবাধ যৌনাচারের তত্ত্বকে যৌক্তিক করে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

শুধু ওয়েস্টারমার্ক ছাড়াও অনেক প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী অবাধ যৌনাচার এবং যৌথ বিবাহের অস্থিত্ব অস্বীকার করেছেন। যেমন- বিল্‌স ও হোয়জার (Beals and Hoijer) বলেন যে, প্রাচীনকালে বা অন্য কোনো সময়ে অবাধ যৌনাচারের কোনো প্রমাণ মেলেনি।

শিক্ষার্থীর কাজ	**পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন। সময়ঃ ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

মর্গানের মতে, একক বিবাহভিত্তিক পরিবার এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল। তিনি পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্বে অবাধ যৌন জীবনের পর পর্যায়ক্রমে পাঁচ প্রকার পরিবার ব্যবস্থা বিকাশের কথা বলেছেন। কিন্তু ওয়েস্টার মার্ক পরিবারের গঠন ও বিবর্তন সম্পর্কিত মর্গানের তত্ত্বকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তিনি ব্যাকোফেন, মর্গান ও ব্রিফল্টের অবাধ যৌনাচার তত্ত্বের প্রবল বিরোধিতা করেন এবং পরিবার সম্পর্কে এক ভিন্নধর্মী তথা ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ওয়েষ্টারমার্কের মতে, সর্বকালে এবং সর্বত্র মানুষ একক বিবাহভিত্তিক যুগল পরিবারে বসবাস করে আসছে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Ancient society' নামক বইটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

i. 1877
ii. 1777
iii. 1977

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i ও iii

২। মর্গানের সিনডিয়াসমিয়ান পরিবারের সাথে আন্দামান দ্বীপের পরিবারের গঠনকে কে সর্বপ্রথম তুলনা করেন?

i. বেইজাট
ii. ওয়েস্টারমার্ক
iii. এডওয়ার্ড বেলচার

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলি
Types and Functions of Family

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিবারের ধরনসমূহ আলোচনা করতে পারবেন;
- পরিবারের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কর্তৃত্ব, কাঠামো, ক্ষমতা, বাসস্থান, বিবাহ, বংশানুক্রম, আন্তঃগোষ্ঠী, বর্হিগোষ্ঠী, রক্তের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক, প্রজননমূলক, শিক্ষামূলক ইত্যাদি।

পরিবারের প্রকারভেদ

সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন নির্ণায়কের সাহায্যে পরিবারকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, যথা: কর্তৃত্ব (Authority), কাঠামো (Structure), বাসস্থান (Residence), বিবাহ (Marriage), বংশানুক্রম (Ancestry), আন্তঃগোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী সম্পর্ক (In-group and Out-group affiliation) এবং রক্তের সম্পর্ক (Blood relationship)।

১) কর্তৃত্ব: কর্তৃত্বের দিক থেকে পরিবারকে পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) এবং মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) এই দুভাগে ভাগ করা হয়। পরিবারের কর্তৃত্ব পিতা, স্বামী বা প্রধান পুরুষের ওপর ন্যস্ত থাকলে তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা হয়। আর কর্তৃত্ব যদি মাতা, স্ত্রী বা প্রধান মেয়েদের উপর বর্তায় তাহলে তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। আদিম সমাজে পারিবারিক জীবনে মাতা, নাকি পিতার প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। অর্থাৎ আদিম পরিবারগুলো কি মাতৃতান্ত্রিক, নাকি পিতৃতান্ত্রিক সে বিষয়ে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের ভেতর মত বিরোধ রয়েছে। তবে কোনো পরিবারেই স্ত্রীর সর্বময় কর্তৃত্ব এবং পুরুষের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ছিল না।

২) বাসস্থান: বিবাহের পরবর্তী স্বামী-স্ত্রীর বসবাসের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃবাস (Patrilocal), মাতৃবাস (Matrilocal) এবং নয়াবাস (Neolocal)–এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। পিতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নব দম্পতি স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করে। অপরপক্ষে, মাতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নব দম্পতি স্ত্রীর পিতার বাড়িতে বসবাস করে। আর নয়াবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নব দম্পতি সম্পূর্ণভাবে তাদের নতুন বাড়িতে বসবাস করে। বাংলাদেশের সমাজে পিতৃবাস প্রথা চালু রয়েছে। তবে বাংলাদেশের গারো পাহাড়ে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃবাস প্রথা চালু রয়েছে। অবশ্য কিছু আদিবাসী সমাজে দ্বিবাস প্রথা bilocal rules রয়েছে। এই নিয়মানুযায়ী বিবাহিত নব দম্পত্তির ইচ্ছার উপর বসবাসের বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয়।

৩) বংশ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার: বংশ পরম্পরা এবং সম্পত্তিতে অধিকারের উপর ভিত্তি করে পরিবারকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা-পিতৃসূত্রীয় (Patrilineal) পরিবার এবং মাতৃসূত্রীয় (Matrilineal) পরিবার। পিতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থায় সন্তানগণ পিতার সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম (Surname) ব্যবহার করে। অন্যদিকে, মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থায় সন্তানগণ মায়ের সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম (Surname) ব্যবহার করে। পিতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা আর মাতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা দেখা যায়।

৪) পরিবারের আকার বা কাঠামো: পরিবারের আকার (Size) বা কাঠামো (Structure) এর দিক থেকে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ অণু পরিবার (Nuclear or single), যৌথ পরিবার (Joint family) এবং বর্ধিত পরিবার (Extended family)। অণুপরিবার হলো একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান নিয়ে গঠিত। শিল্পোন্নত শহুরে সমাজে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা বেশি দেখা যায়। আর যৌথ পরিবার হচ্ছে পিতা-মাতা, ভাই বোন, সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতৃবধূ কিংবা পুত্রবধূর সমষ্টিতে গঠিত পরিবার। ঐতিহ্যবাহী কৃষি সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে যৌথ পরিবার। অন্যদিকে বর্ধিত পরিবার হচ্ছে তিন পুরুষের পরিবার। এটি একক পরিবারের বর্ধিত রূপ বলেই একে বর্ধিত পরিবার বলে। এ পরিবারে দাদা-দাদি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়েসহ তিন প্রজন্মের সদস্য বাস করে।

৫) স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা বা বিবাহের ভিত্তি: স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা বা বিবাহের ভিত্তিতে পরিবারকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা: একক বিবাহভিত্তিক পরিবার (Monogamian family) বহু-স্ত্রী-বিবাহভিত্তিক পরিবার (Polygynous family), বহু-স্বামী-বিবাহভিত্তিক পরিবার (Polyandrous family) এবং দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার (Family based on group marriage)। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার গড়ে তুলে তাকে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। এটি পরিবারের আদর্শ রূপ, আধুনিক বিশ্বে এ ধরনের পরিবারের সর্বাধিক জনপ্রিয়তা রয়েছে।

একজন পুরুষ একাধিক মহিলার সাথে বিবাহের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে তুলে তাকে বহু স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। অনেক সভ্য জাতি বা সমাজের মধ্যে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

একজন মহিলার সঙ্গে একাধিক পুরুষের বিবাহের ভিত্তিতে পরিবার গঠিত হলে তাকে বহু স্বামী/বহু পতি বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। আধুনিক সভ্য সমাজে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা খুঁজে বের করা দুস্কর। তবে ভারতের টোডা আদিবাসীদের মধ্যে এধরনের পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন আছে।

একাধিক মহিলার সঙ্গে একাধিক পুরুষের বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার। সামাজিক নৃবিজ্ঞানী মর্গান তাঁর 'আদিম সমাজ' গ্রন্থে এ ধরনের পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন।

৬) বহির্গোষ্ঠী ও অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ: বহির্গোষ্ঠী ও অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহের ভিত্তিতে পরিবারকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা: বর্হিগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার (Exogamous family) এবং অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার (Endogamous family)। বর্হিগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে আপন গোত্রের বাইরে বিবাহের জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে হয়। অন্যদিকে, অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই আপন জাতিবর্ণের মধ্যে বিবাহের জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে হয়।

বহির্গোষ্ঠী বিবাহকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন: অনুলোম বিবাহ এবং প্রতিলোম বিবাহ। এ দুটি ব্যবস্থা হিন্দু সমাজে বেশি লক্ষণীয়। প্রথমটিতে উঁচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে নিচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহকে বোঝায়। আর দ্বিতীয়টিতে নিচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে উঁচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহকে বোঝায়। গুজরাট, কেরালা, রাজপুতনায় এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

পরিবারের কার্যাবলি

সমাজবিজ্ঞানী জি. পি. মারডক মানব সমাজে পরিবারের চারটি কার্যাবলির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন- যৌনসূচক (Sexual), অর্থনৈতিক (Economic), প্রজননমূলক (Reproductive) ও শিক্ষামূলক (Edcuational)। অগবার্ণ ও নিমকফ এর মতে, পরিবারের ছয়টি কাজ রয়েছে। যথা: স্নেহসম্পর্কিত, অর্থনৈতিক, বিনোদনমূলক, নিরাপত্তামূলক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক। আবার সমাজবিজ্ঞানী ল্যাণ্ডবার্গ মৌলিক কাজের চারটি ভাগ দেখিয়েছেন। যথা-যৌন আচরণের নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন, শিশুদের যত্ন ও প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা ও শ্রমবিভাগ এবং মুখ্য গোষ্ঠীর সন্তুষ্টি। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞানী রিড পরিবারের কাজকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-বংশের স্থায়িত্ব, সামাজিকীকরণ, যৌন চাহিদার নিয়ন্ত্রণ ও সন্তুষ্টি এবং অর্থনৈতিক।

১) জৈবিক কাজ: মানুষ যে সব মৌলিক প্রয়োজনে পরিবার গড়ে তুলে তার অন্যতম হচ্ছে জৈবিক কাজ। পরিবারের জৈবিক কাজ প্রধানত দুটি : যথা (ক) স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক এবং (খ) সন্তান জন্মদান। পরিবারের এ দুটি কাজের মধ্যে প্রথমটি অপরিবর্তিত থাকলেও সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে যাতে কম সন্তান জন্ম লাভ করে। আধুনিক শিল্পায়নের যুগে পিতা-মাতাসহ পরিবারের সক্ষম সদস্যদেরকে ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকায় প্রায়শ শিশুকে নার্সারী অথবা দিবাযত্ন কেন্দ্রে রেখে লালনপালন করা হয়।

২) সন্তান প্রতিপপালনমূলক: নবজাত শিশুর লালন পালন থেকে শুরু করে ভরণ পোষণের দায়িত্ব পরিবারকে পালন করতে হয়। জন্ম লাভের পর সকল মানব শিশু থাকে অসহায়। এসময় শিশুর সেবা যত্ন ও লালন পালনের দায়িত্ব কেবল পরিবারের মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে।

৩) মনস্তাত্ত্বিক: শিশুর প্রতি মমত্ববোধ থেকেই শিশুর লালন-পালনের দায়-দায়িত্বের ভিত্তি রচিত হয়। শিশুর গোসল, খাবার প্রদান, যত্ন, বিনোদনের আয়োজন, ব্যায়াম, আদর ইত্যাদি সকল কাজই পরিবার করে থাকে। শৈশব থেকে শুরু করে যৌবন এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও মানুষের মনের অস্থিরতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। জগতের নানা রহস্য নিয়ে শিশু-কিশোরদের

মনে অনেক প্রশ্ন দানা বাঁধে। কখনো কখনো তারা স্পর্শকাতর হয়ে উঠে। তাই তাদের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক কাজটি পালন করে থাকে। এছাড়া, পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ তথা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনে যে যত্নবান থাকেন সেটাও পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

৪) দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তামূলক: পরিবারের সকল সদস্য দৈহিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল থাকে না। এক্ষেত্রে পরিবারের সুস্থ সদস্যরা অন্যান্য সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকেন। মানুষের মানসিক নিরাপত্তা বিধানে পরিবার অনেক বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। মানসিক নিরাপত্তাবোধ না থাকলে মানুষের মাঝে হতাশা, হীনমন্যতা ও আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে যা জীবন ধারণে কষ্টকর। এর ফলে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এরূপ বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে তারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে পারে।

৫) অর্থনৈতিক: আদিম সমাজে পরিবার গড়ে উঠার পেছনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অন্যতম ভূমিকা পালন করতো। সে সময় সমাজে মানুষের জৈবিক চাহিদার পাশাপাশি আর্থিক প্রয়োজনটাও জরুরি ছিল। বিবাহিত নব দম্পতি যে পরিবার গঠন করতো তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দলবদ্ধভাবে খাদ্য সংগ্রহ, পশু পালন এবং কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা। খাদ্যের নিরাপত্তা তাদেরকে সর্বদা ব্যস্ত রাখতো। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলো এখনও উৎপাদন (Production), বন্টন (Distibution) এবং ভোগের (Consumption) একক হিসেবে কাজ করে থাকে।

৬) শিক্ষাদানমূলক: আদিম ও মধ্যযুগে গৃহে বসেই মানুষ শিক্ষা লাভ করতো। পরিবারের দায়িত্ব ছিল সন্তান-সন্ততির লেখাপড়ার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা এবং অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা। আধুনিক যুগে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানের কাজটি গ্রহণ করলেও শিক্ষাদানের হাতে খড়ির কাজটি আজও মূলত পরিবারই করে থাকে। পরিবারই সন্তানদের ধর্মীয় ও সামাজিক নীতিবোধ শিক্ষা, বিদ্যালয়ে ভর্তি, বাড়িতে নিয়মিত পড়ালেখার উপর নজর, প্রয়োজনে গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে।

৭) ধর্মীয় কাজ: মানব শিশু কোনো ধর্ম পালন করবে তা নির্ভর করে পারিবারিক ধর্মীয় শিক্ষার উপর। যেমন: মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী পারিবারিক ধর্মীয় শিক্ষার কারণে ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি মনে চলে, তেমনি হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী শিশু হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলে। সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষার সূতিকাগার হচ্ছে পরিবার। যদিও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

৮) সামজিক মর্যাদা অর্পণমূলক: সামাজিক মর্যাদা অর্পণের ক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা মূলত পারিবারিক পরিচিতির দিক থেকে অর্জিত হয় থাকে। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও রয়েছে। মাঝে মাঝে ব্যক্তি তার নিজের পরিচয়েও পরিচিতি লাভ করে।

৯) রাজনৈতিক: পরিবারই সন্তান-সন্ততিকে নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ-কর্তব্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকে। সন্তান-সন্ততিদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা পরিবারের অন্যতম কাজ । পরিবার অধিকার ও কর্তব্যবোধের পাশাপাশি শিশুদের শৃঙ্খলাবোধও শিক্ষা দেয় যা সুনাগরিক হওয়ার জন্য এক অতীব প্রয়োজনীয় গুণ।

১০) সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক: সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবারের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা তার সদস্যদেরকে অসামাজিক কাজ থেকে বিরত রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

১১) সামাজিকীকরণ: পরিবার হলো সামাজিকীকরণের সবচেয়ে বড় বাহন। পরিবার তার শিশু-কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-প্রথা, রীতি-নীতি তথা সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দান করে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলে। আর পরিবারের এরূপ কার্যাবলিকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় সামাজিকীকরণ বলে।

১২) বিনোদনমূলক: মানুষের বিনোদনের অন্যতম জায়গা হলো পরিবার। সারা দিনের কাজ শেষে ক্লান্তি দূর করার জন্য মানুষকে পরিবারের কাছে ছুটে আসতে হয়। পূর্বে গ্রামের পরিবারগুলো কবিগান, পালা গান, যাত্রা, কেচ্ছা-কাহিনী ইত্যাদির আয়োজন করলেও আধুনিক যুগে প্রযুক্তির উন্নয়নে মানুষের বিনোদেনর ক্ষেত্রও বদলে গেছে। বস্তুত, গ্রামীণ সংস্কৃতির উপর নগর সংস্কৃতির প্রভাব এখন খুবই প্রবল।

পরিবারের কার্যাবলির পরিবর্তন ঃ আধুনিক কালে শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগের ফলে পরিবারের কার্যাবলিতে এসেছে নানা পরিবর্তন। আধুনিক শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আয় রোজগারের কারণে আগের চেয়ে পরিবারের দিকে তুলনামূলক কম নজর দিতে পারে। পরিবর্তনশীল এই সমাজে তাই অনেক দায়িত্ব বিভিন্ন সামাজিক ও

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে। শিক্ষা, বিনোদন, অর্থনৈতিক উৎপাদন ইত্যাদি কাজগুলো এখন হয়তো পরিবার পর্যায়ে তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। সে কারণেই অনেকে মনে করেন যে, পরিবার ক্রমশ বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এটা সত্য যে, পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে পরিবারের কার্যাবলির মধ্যে এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। আধুনিক যুগে সামাজিক নানা জটিলতার কারণে ও যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য সমাজের নতুন নতুন চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে পরিবারকে আরও বেশি দায়িত্ব করতে হচ্ছে।

১) শিল্পায়ন ও নগরায়নের ব্যাপক প্রসারের ফলে নানা রকম কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়াতে গ্রামের যৌথ পরিবার থেকে অনেকে নগরে স্থানান্তরিত অণুপরিবার গড়ে তুলছে। যৌথ পরিবার ভাঙ্গনের ফলে পরিবারের কার্যাবলিতে পরিবর্তন এসেছে। জীবিকা নির্বাহের জন্যে অনেকে দেশের বাইরে চাকরি ও ব্যবসা করতে গিয়ে অণুপরিবারে বসবাস করছে। এ জন্যই পরিবারের আকার এবং কাঠামোয় এসেছে পরিবর্তন।

২) জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ, নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণমূলক কাজ পরিবার ছাড়া অন্য কারো পক্ষে করা প্রায় অসম্ভব কেননা অন্য কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দিয়ে কাজগুলো করানো যাবে না। কেননা মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাই শিশুদের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখেন।

৩) শিক্ষা এবং বিনোদনমূলক কাজে পরিবারের ভূমিকাতে আধুনিককালে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এসব কাজ আধুনিক পরিবারগুলো আগের মতো তেমন করছে না। যদিও পরিবারই শিশুর হাতে খড়ি কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কাজটি পরিবারের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়। আমাদের মতো দেশে শিক্ষার অর্থ যোগান, প্রাইভেট শিক্ষক নিয়োগ এবং সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের কাজটি পরিবারই করে।

৫) আধুনিককালে বিনোদনমূলক কাজেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। পরিবারের পক্ষে এককভাবে আর করা সম্ভব হচ্ছে না। আধুনিক সমাজে অনেক বিনোদনমূলক কাজ প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর।

৪) পরিবার আজও শিশু কিশোরদের নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ অর্জনের যে মানসিকতার প্রয়োজন হয় তার ব্যবস্থা করে থাকে। তবে আধুনিককালে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য নানা প্রকার মসজিদ, মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে।

৫) পরিবার ছাড়াও রাজনৈতিক শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের অভাব না থাকলেও নিয়ম-শৃঙ্খলা, অধিকার-কর্তব্য ও নেতৃত্বের মূল ধারণা পরিবারেই দেওয়া হয়ে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**পরিবারের কার্যাবলিগুলোর নাম লিখুন। সময়ঃ ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন নির্ণায়কের (ক্ষমতার মাত্রা, বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান, বংশ মর্যাদা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, পরিবারের আকার স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন রীতি ইত্যাদি) ভিত্তিতে পরিবারকে বিভক্ত করা হয়েছে। পরিবার গঠনের মৌলিক প্রয়োজন হল ঃ নিয়ন্ত্রিত যৌনসম্পর্ক নির্বাহ করা, সন্তান লাভের বাসনা, উত্তরাধিকার সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা, বিনোদন, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক তথা জীবনের নিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে কোন্ দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

i . পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক

ii. পিতৃবাস ও মাতৃবাস

iii. অনুপরিবার ও বর্ধিত পরিবার

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i ও iii

২। "সমাজের মঙ্গলেই পরিবারকে টিকিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য" এটি কোন মতবাদের কথা?

i. রক্ষণশীল

ii. উদারনৈতিক

iii. চরমপন্থি

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ পরিবারের সাম্প্রতিক প্রবণতা
Recent Trend of Family

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিবারের সাম্প্রতিক প্রবণতা আলোচনা করতে পারবেন;
- পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	যৌথ পরিবার, অণু পরিবার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, পিতৃপ্রধান, মাতৃপ্রধান ইত্যাদি।

পরিবারের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সাম্প্রতিককালে আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার, ধর্ম, বসবাসের স্থান, যথা: গ্রাম, শহর, সমতল ও পাহাড়ি এলাকা, অর্থনৈতিক শ্রেণি ও সামাজিক পদমর্যাদা ভেদে পরিবারের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবী ক্রমশ ব্যাপক শিল্পায়ন এবং নগরায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবে নগরায়ন যা হয়েছে সে অনুযায়ী শিল্পায়ন হয়নি এবং কর্মক্ষেত্রের সুযোগ যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাও জনসংখ্যার অনুপাতে সামান্য। কেননা অদ্যাবধি বেশির ভাগ লোকই গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। এতদ্সত্ত্বেও শিল্পায়ন ও নগরায়ন পরিবারের কাঠামো ও কর্মকান্ডের উপর নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। যা নিম্নরূপ-

ক) শহরাঞ্চলে প্রধানত অণুপরিবার লক্ষণীয়। এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন: বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারগুলো একসময় যৌথ পরিবার ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সম্পত্তির স্বল্পতা, পেশাগত পরিবর্তন, সম্পত্তির সিলিং নীতি, মানসিকতার পরিবর্তন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশের কারণে যৌথ পরিবারে দ্রুত ভাঙন দেখা দিয়েছে। তবে হিন্দু সমাজে ঐতিহ্যগত কারণে কতক যৌথ পরিবার এখনও বিদ্যমান।

খ) একক বিবাহভিত্তিক পরিবার বর্তমানকালের পরিবার ব্যবস্থার উদাহরণ। তারপরও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, বংশ রক্ষা, গৃহস্থালী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গ্রামীণ ধনী ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে একাধিক বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। শুধু তাই নয় শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে কিছু কিছু বহু-স্ত্রী বিবাহ ভিত্তিক পরিবার লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক শিক্ষিত সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এ সংখ্যা ক্রমশ কমে এসেছে। শহরে যদিও বহু বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে তবে তা অত্যন্ত নগণ্য।

গ) পিতৃপ্রদান পরিবারই সাম্প্রতিককালের পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে আধুনিক শিক্ষার ফলে শহরের কিছু উচ্চ শিক্ষিত ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমতা দেখা যায় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মতামতের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ঘ) মূলত: পিতৃবাস ভিত্তিক পরিবারই হলো আধুনিক পরিবার ব্যবস্থার স্বরূপ। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন: পরিবারে ছেলে সন্তান না থাকলে এবং শুধু মেয়ে সন্তান থাকলে সে পরিবার একটি মেয়েকে এমন একটি পরিবারের ছেলের সাথে বিবাহ দেয়া হয় যে তার স্ত্রীর বাবার বাড়িতে বসবাস করতে আসে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে মানুষের কর্মস্থলের সুবিধার্থে অথবা ক্যারিয়ারের জন্য, সন্তানদের পড়ালেখার জন্য অনেকেই শহর ও শিল্প এলাকায় বিবাহোত্তর জীবনে নয়াবাস গড়ে তুলে।

ঙ) আধুনিক পরিবারসমূহে মূলত দ্বি-সূত্রীয় নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ পিতৃ এবং মাতৃ উভয় কুলের আত্মীয়দের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সম্পত্তিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উত্তরাধিকার বজায় থাকে।

চ) সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার প্রসার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ, আর্থিক অভাব-অনটন, ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে পরিবারের বন্ধন দ্রুত শিথিল হয়ে পড়েছে, তবে এটা পরিবারের মূল কাঠামোকে এখনও তেমন দুর্বল করতে পারেনি।

ছ) আধুনিককালে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে চাকুরির সুবাদে এবং নগর মানসিকতার কারণে নয়াবাস (Neolocal) পরিবার ব্যবস্থাটি ক্রমশ: জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

জ) নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে সীমিত আয় এবং বাসস্থান সমস্যার কারণে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে অণু পরিবারে রূপ লাভ করছে। তারপরও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকজন পিতা-মাতা বা স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষের লোকজন এসে এসব পরিবারে বসবাস করায় এখানেও যৌথ পরিবারের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ঝ) আধুনিককালে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারে ঐতিহ্যবাহী পিতৃপ্রধান পরিবারের প্রকৃতির ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। যেমন, শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের পরিবারে এখন নেতৃত্ব স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের হাতে ন্যাস্ত থাকে।

ঞ) বর্তমানে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে মানুষের ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারের পূর্বেকার কতক দায়-দায়িত্ব আর তেমন পালিত হচ্ছে না। মানুষের ব্যস্ততার কারণে অবসর যাপন, শিক্ষাদান, চিত্তবিনোদন, সন্তান-সন্ততি রক্ষাণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ পরিবারের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যাস্ত হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালের আধুনিক পরিবারসমূহে কিছু বৈশিষ্ট্যেও পরিবর্তন এসেছে। যেমন:

ক) বিবাহের চুক্তিতে মা-বাবা বা অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস। বিবাহ হলো পরিবার গঠনের ভিত্তি। কিন্তু আধুনিককালে পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণ আগের মতো নেই।

খ) আধুনিককালে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে নারী-পুরুষ দুজনই পরিবারের বাইরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত। তাই বলা যায় সাম্প্রতিককালে পরিবারে নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে।

গ) আধুনিক পরিবারে নারী সদস্যগণ অধিকতর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এরূপ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আধুনিককালে নারীর দৃষ্টিভঙ্গিকে আগের চেয়ে প্রসারিত করছে। ফলে পরিবারে নারী-পুরুষের মর্যাদা নতুনভাবে নির্ধারিত হচ্ছে।

ঘ) আধুনিক পরিবারের আকার আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে আসছে।

ঙ) আধুনিককালে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, কিন্ডার কার্টেনসহ নানা প্রতিষ্ঠান পরিবারের অনেক কাজের দায়িত্ব নেওয়ায় পরিবারের কার্যাবলি আগের চেয়ে অনেক কমে এসেছে।

পরিবারের ভবিষ্যৎ

একশ বছর আগে পরিবারকে একটি সম্প্রদায় বলে মনে করা হলেও বর্তমানে পরিবারকে একটি সংঘের সাথে তুলনা করা হয়। আগে পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততির পড়া লেখা থেকে শুরু করে দেখাশোনা করতেন। কিন্তু আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ব্যস্ততার মাঝে পিতা-মাতা উভয়কেই অনেক সময় কাজের জন্য ঘরের বাইরে থাকতে হয় বলে পরিবার এখন আর আগের মতো সদস্যদের বিনোদন কেন্দ্র নয়, শিশুদের শিক্ষালয়ও নয়, একটি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও নয়। এসব কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব এখন মাতৃসদন, শিশুসদন, ক্লাব, শিশু নিকেতন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যাস্ত। পরিবারের পূর্বের কার্যাবলিতে অনেক পরিবর্তন আসলেও, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটবে তা বলা যাবে না। নারী পুরুষের জৈবিক চাহিদার বাইরে তাদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার পূরণ করতে পরিবারের প্রয়োজন রয়েছে।

১) রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি: রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যেহেতু পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাই কোনো ধরনের হঠাৎ কিংবা চমকপ্রদ পরিবর্তন মানব সমাজের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। সুতরাং সমাজের মঙ্গলেই পরিবারকে টিকিয়ে রাখা আবশ্যক।

২) চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি: যেহেতু সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতেও পরিবারকে বিভক্ত করা যায় সেহেতু পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী মনে করেন যে, দলগত বিবাহভিত্তিক যৌথ পরিবারে সম্পত্তিতে সকলের যৌথ মালিকানা ছিল। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার থেকে একক বিবাহভিত্তিক পরিবারের উদ্ভবের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার অবতারণা হয়। পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি মধ্যে যে কোনো একটির বিলুপ্তি অন্যটির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে। মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য অপরিহার্য।

কাল মার্কস ও এঙ্গেলস এর মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হলে ঐ সম্পত্তির মালিক হবে সমাজ, রাষ্ট্র নয়। সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁরা মনে করেন, রাষ্ট্র হলো শোষণের হাতিয়ার। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পরিবার পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি । যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতেই পরিবার টিকে আছে, সেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে পরিবার ব্যবস্থা টিকে থাকবে।

৩) উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি ক্রিয়াবাদী চিন্তা থেকে। ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজের সকল প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ কার্যাবলি সম্পাদনের ফলে টিকে আছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা তার প্রয়োজন ও ভূমিকার উপর নির্ভর করে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো সমাজের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে না পারে অথবা চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। পরিবারের কাজ যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পাদন করে তাহলে পরিবার লোপ পেয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানগুলো কি পরিবারের সকল কাজ পালন করতে পারবে? যেমন-মাতৃস্নেহের কাজটি কি কোনো প্রতিষ্ঠান দিয়ে করিয়ে নেওয়া সম্ভব? কাজেই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাতেও পরিবারের বিকল্প নেই।

শিক্ষার্থীর কাজ	সাম্প্রতিককালের পরিবারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। **সময়ঃ ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

পরিবার গঠনে নিয়ামক ও মৌলিক প্রয়োজনগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পরিবারের কার্যাবলি পরিবর্তনশীল। পূর্বে পরিবারের মধ্যে শিক্ষা, বিনোদন, উৎপাদন ইত্যাদি প্রায় সকল কর্মকান্ড সংগঠিত হত। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ন, নগরায়ন তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগের ফলে পরিবারের অনেক দায়িত্ব বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে এবং এর প্রভাব বাংলাদেশের পারিবারিক ব্যবস্থায়ও পড়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ধরনের একক বিবাহভিত্তিক পরিবারই বর্তমানকালের মূল বিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা?

i. একক বিবাহভিত্তিক
ii. দ্বৈত বিবাহ ভিত্তিক
iii. দলগত বিবাহভিত্তিক

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i ও iii

২। আধুনিককালে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে কোন ধরনের পরিবার ব্যবস্থা ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে?

i. পিতৃবাস
ii. মাতৃবাস
iii. নয়াবাস

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৬ জ্ঞাতিসম্পর্ক
Kinship

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জ্ঞাতিসম্পর্কের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক বিভিন্ন রীতিনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জ্ঞাতি, মুখ্য, গৌণ, বিবাহভিত্তিক, সগোত্র, রীতিনীতি ইত্যাদি।

জ্ঞাতিসম্পর্ক

সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে নানা জটিল সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে সমাজের মানুষকে কারো না কারো সংস্পর্শে থাকতে হয়। আর এ ধরনের সম্পর্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো জ্ঞাতিসম্পর্ক।

জ্ঞাতিসম্পর্কের অর্থঃ ইংরেজি Kin শব্দের অর্থ জ্ঞাতি আর Kinship শব্দের অর্থ জ্ঞাতিসম্পর্ক। সাধারণত একজন মানুষ যখন রক্ত বা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে কোনো সম্পর্ক গড়ে তুলে তখন তাকে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। তবে ব্যাপক অর্থে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে রক্ত, বিবাহ, বন্ধুত্ব, কাল্পনিক, দত্তক ইত্যাদি সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ককে নির্দেশ করতে বোঝানো হয়। সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন জ্ঞাতিসম্পর্ক হলো সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ফল।

জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকার : সাধারণত দু প্রকারের জ্ঞাতিসম্পর্ক হয়ে থাকে। যথা- বিবাহভিত্তিক জ্ঞাতিসম্পর্ক (Affinal Kinship)এবং সগোত্রসূচক জ্ঞাতিসম্পর্ক (Consanguineal Kinship)। বৈবাহিক বন্ধনের সূত্র ধরে যে ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাকে বিবাহভিত্তিক জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। কোনো নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহের ফলে শুধু বিবাহিত ঐ নারী পুরুষের মধ্যেই সম্পর্ক তৈরি হয় না বরং নারী এবং পুরুষের দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও সম্পর্ক তৈরি হয়। এক্ষেত্রে শ্যালক, শ্যালিকা, দুলাভাই, ভাবী, দেবর, ভাসুর, ননদ, শ্বশুর, শাশুড়ি ইত্যাদি সম্পর্ক দুই পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, রক্তের বন্ধনের ভিত্তিতে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে যেসব সম্পর্ক গড়ে উঠে তাকে সগোত্রসূচক জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। এক্ষেত্রে চাচা, ছেলে, ভাই, জেঠা, ফুফু, চাচাতো ভাই, চাচাতো বোন, ফুফাতো ভাই, ফুপাতো বোন ইত্যাদি সম্পর্ক। আরো এক ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক আছে, যাকে সামাজিক জ্ঞাতিসম্পর্ক (Social Kinship) বলে। বিবাহিত কোনো সন্তানহীন দম্পতি যদি অন্যের কোনো সন্তানকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে রক্তের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও এক ধরনের সগোত্রসূচক জ্ঞাতিসম্পর্ক তৈরি হয় যাকে বলা সামাজিক জ্ঞাতিসম্পর্ক।

এছাড়াও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য বা দূরত্বের ভিত্তিতে জ্ঞাতিসম্পর্ককে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- মূখ্য জ্ঞাতি (Primary Kin) এবং গৌণ জ্ঞাতি (Secondary Kin)। মূখ্য জ্ঞাতি হলো স্বামী-স্ত্রী, বাবা- ছেলে, মা- মেয়ে, বাবা-মেয়ে, মা- ছেলে এবং ভাই- বোন। অন্যদিকে গৌণ জ্ঞাতি হলো চাচা/জেঠা-ভাতিজা/ভাতিজি, শ্যালক/শ্যালিকা-দুলাভাই, ননদ/দেবর-ভাবী ইত্যাদি।

জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক রীতিনীতি

ক) নিষিদ্ধ জ্ঞাতিসম্পর্ক রীতিনীতি : আমাদের সমাজে কোনো কোনো জ্ঞাতি সম্পর্কে কিছু কিছু বিধি নিষেধ পালন করতে হয়। যেমন-ছেলের বউয়ের সাথে শ্বশুর অথবা মেয়ের স্বামীর সাথে শাশুড়ি, ভাই-বোন এর মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের কারো কারো সাথে দেখা সাক্ষাতও নিষিদ্ধ। যেমন ছেলের বউ-চাচা/মামা শ্বশুর, মেয়ের স্বামী-চাচী/মামী শাশুড়ি। এরূপ সম্পর্ককে নিষিদ্ধসূচক জ্ঞাতিসম্পর্ক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

খ) হাসি-তামাসার জ্ঞাতিসম্পর্ক রীতিনীতি: এ ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হাসি তামাসা-কৌতুক, চিমটি কাটা ইত্যাদি চলে বিধায় এটি নিষিদ্ধ জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জ্ঞাতিসম্পর্ক। যেমন- দেবর-ভাবী, শ্যালিকা-দুলাভাই ইত্যাদি এরূপ সম্পর্কের উদাহরণ।

গ) পরোক্ষ জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক রীতিনীতি : এরূপ জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কারো সাথে প্রত্যক্ষভাবে কোনো জ্ঞাতিভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে না তুলে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি করে বিধায় একে পরোক্ষ জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক রীতিনীতি বলা হয়। উপমহাদেশের সমাজে পরিবারগুলোতে নারীরা তাদের স্বামীরা নাম সরাসরি মুখে না এনে সন্তানের নামের সাথে মিলিয়ে সম্বোধন করে। এক্ষেত্রে পরিবারের বড় সন্তানের নামই বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন- অমুকের বাবা, তমুকের বাবা ইত্যাদি।

ঘ) মাতুলপ্রভাবসূচক রীতিনীতি : আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায় মায়ের ভাইয়ের/মামার সাথে ছেলেমেয়েদের/ভাগিনা-ভাগিনির সুদৃঢ় সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে মামার অবদান ভাগিনা-ভাগিনি জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। কখনো কখনো এ প্রভাব পিতার থেকেও বেশি হয়।

ঙ) ফুফুর সাথে বিশেষ সম্পর্কসূচক রীতিনীতি : কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাবার বোন তার ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের প্রতি অনেক যত্নশীল হওয়ার কারণে এ ধরনের সম্পর্কের রীতিনীতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের জীবনে ফুফুর অবদানকে স্বীকৃত দেওয়া হয়।

সামাজিক নৃবিজ্ঞানীগণ সমাজের জ্ঞাতিসম্পর্ক বিশ্লেষণে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা জ্ঞাতিসম্পর্কের শিথিলতা সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। তবে শিল্পায়িত আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এর প্রভাব আগের তুলনায় অনেক কম। আধুনিক সমাজে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে নগর ভিত্তিক অণু পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠার ফলে এখন জ্ঞাতি আবেদন মানুষের মাঝে কম। এছাড়াও নব্যবাস বিবাহ প্রথার কারণে এমনটি বেশি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জ্ঞাতিসম্পর্কের সংজ্ঞা লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

রক্ত, বিবাহ, বন্ধুত্ব, কাল্পনিক, দত্তক ইত্যাদি সূত্রে আবদ্ধ জীবনযাপন করে কোন সম্পর্ক গড়ে তুলে তখন তাকে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। জ্ঞাতিসম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন-বিবাহভিত্তিক, সগোত্রসূচক, মূখ্য, গৌণ ইত্যাদি। তবে জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Kin' অর্থ কী ?
i. জ্ঞাতিসম্পর্ক
ii. জ্ঞাতি
iii. জাতি
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i ও ii

২। সাধারণত জ্ঞাতসম্পর্ক কত প্রকারের?
i. দুই
ii. তিন
iii. চার
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় কিসের মাধ্যমে?
(ক) পরিবারের মাধ্যমে
(খ) বিবাহের মাধ্যমে
(গ) সমাজের মাধ্যমে
(ঘ) জ্ঞাতি সম্পর্কের মাধ্যমে

২। পিতৃবাস পরিবারে নব বিবাহিত দম্পতি কোথায় বাস করে?
(ক) মাতার বাড়িতে
(খ) স্ত্রীর পিতার বাড়িতে
(গ) স্বামীর পিতার বাড়িতে
(ঘ) স্বামীর মাতার বাড়িতে

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩। জ্ঞাতিসম্পর্ক স্থাপিত হয়-
i. ধর্মের মাধ্যমে
ii. বিবাহের মাধ্যমে
iii. রক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ড. শফিক ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তাঁর বন্ধুকে বললেন যে, ছোটবেলায় তাঁরা তাদের গ্রামের বাড়িতে সকল কাজিন মিলে খুব মজা করতেন। একসাথে খাওয়া, গোসল, পড়াশোনা সবই চলতো। তাঁদের রান্না-বান্না একই হাড়িতে হতো। কিন্তু একসময় শফিকের বাবা চাকুরির সুবাদে বদলি হয়ে শফিক, তাঁর ছোট বোন মাকে নিয়ে একটি নতুন শহর এলাকায় বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের বাসায় চাচা, মামা এবং এদের ছেলে মেয়েদের আনাগোনা ছিল। তবে ছুটিতে সকল আত্মীয়-স্বজন গ্রামের বাড়িতে এক সাথে আনন্দ করতো।

১) পরিবার কী? ১
২) যৌথ পরিবার বলতে কী বোঝেন? ২
৩) উদ্দীপকের আলোকে জ্ঞাতি সম্পর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন। ৩
৪) উপরের উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে কোন কোন ধরনের পরিবার ব্যবস্থা দেখা যায়? আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.১ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.২ ঃ ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.৩ ঃ ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.৪ ঃ ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.৫ ঃ ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.৬ ঃ ১। খ ২। ক